বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

প্রথম খন্ড

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

অর্থ বছরঃ-১৯৯৯-২০০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২), কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(আহমেদ আতাউল হাকিম)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
অব বাংলাদেশ।

তারিখ ঃ ২৩-৯-১৪১৭ বঙ্গাব্দ / ০৬-০১-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগে কর্মরত নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক আর্থিক নিয়ম ভেঙ্গে পেটি পারচেজ বাবদ বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ ও ভাউচারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনাই এই নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠানের গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগতমান বৃদ্ধিতে এই রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ মোসলেম উদ্দীন)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখঃ ১৬-৭-১৪১৭ বঙ্গাব্দ / বঙ্গাব্দ
৩১-১০-২০১০ খ্রিষ্টাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ

পটভূমি

গণপূর্ত কাঠের কারখানা, গণপূর্ত অধিদপ্তরের অধীন একটি বিভাগ। এ বিভাগ হতে সকল সরকারি অফিস, আদালত ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাহিদার ভিত্তিতে কাঠের যাবতীয় কাজ এবং আসবাবপত্র তৈরীপূর্বক সরবরাহ করা হয়ে থাকে। সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের/মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর এর মাধ্যমে নির্বাহী প্রকৌশলী, কাঠের কারখানা বিভাগ বরাবর বরাদ্দ ন্যস্ত করা হয়ে থাকে এবং প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে চাহিদা প্রদানকারী অফিসের আসবাবপত্রের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী (অবঃ) জনাব আনছারুল হক, কাঠের কারখানা বিভাগে কর্মরত থাকাকালীন (১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০৩-০৪ অর্থ বছর পর্যন্ত) আর্থিক নিয়ম ভেঙ্গে পেটি পারচেজ বাবদ বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ এবং ভাউচারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কার্যালয়ের ৩১-৩-২০০৯খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-সিএজি/অডিট/ যোগাযোগ/পূর্ত অডিট/১০(০২)/৪৩১ এর মাধ্যমে বিশেষ নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য পূর্ত অডিট অধিদপ্তরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব আনছারুল হক (অবঃ), গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগে কর্মরত থাকাকালীন আয় ও ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে আর্থিক নিয়মনীতি যথার্থভাবে অনুসরণ করেছেন কিনা এবং বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ ও হিসাবভুক্ত করেছেন কিনা তা নিরীক্ষা করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ঃ

- পেটি পারচেজ এর ক্ষেত্রে আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন করা হয়েছে কিনা ;
- স্পট কোটেশন পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত আর্থিক বিধি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা ;
- Transfer Entry Order (টিইও) এর মাধ্যমে বিবিধ জামানত খাতে স্থানান্তরিত অর্থের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ, ব্যয় ও হিসাবভূক্ত করা হয়েছে কিনা ;
- টেন্ডার প্রক্রিয়ায় প্রচলিত সরকারি নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা ;
- টেন্ডার এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত মালামাল, চাহিদা প্রদানকারী অফিসে সরবরাহ করা হয়েছে কিনা;
- বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সংগঠিত হয়েছে কিনা ;
- এটিডি/এটিসি উত্থাপন ও সমন্বয়ের প্রক্রিয়া ;
- ডিপোজিট ওয়ার্কস এর ক্ষেত্রে বরাদ্দ প্রাপ্তি ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের সঠিকতা যাচাই ;
- বিভাগীয় ষ্টোরে ক্রয়কৃত মালামাল যথাযথভাবে হিসাবভুক্ত করা হয়েছে কিনা ;
- ওয়ার্কচার্জ ও মাষ্টার রোল কর্মচারীদের ওভার টাইম মজুরী প্রদানের ক্ষেত্রে আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন করা হয়েছে কিনা।

নিরীক্ষার পরিধি ঃ

- ১৯৯৯-২০০০, ২০০০-০১, ২০০১-০২, ২০০২-০৩ ও ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে সরকারি/ স্বায়ত্বশাসিত বিভিন্ন দপ্তর হতে প্রাপ্ত বরাদ্দ/ব্যয়ের নথিসমূহ নিরীক্ষা।
- ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মনীতি অনুসরণের যথার্থতা নিরূপণ।
- মাসিক হিসাব প্রণয়নের সঠিকতা যাচাই।
- প্রত্যাশি সংস্থা কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থের (ডিপোজিট ওয়ার্কস) বিপরীতে সরবরাহকৃত মালামালের সঠিকতা যাচাই।
- আসবাবপত্র তৈরীকরণের জন্য ক্রয়কৃত উপকরণাদি উপ বিভাগীয় ষ্টোরে সঠিকভাবে হিসাবভুক্ত করা হয়েছে কি না।
- এটিডি/এটিসি সমন্বয় প্রক্রিয়ার সঠিকতা যাচাই।
- টেন্ডার প্রক্রিয়ায় প্রাক্কলন, দরপত্র মূল্যায়ন, কার্যাদেশ সংক্রান্ত নথিসমূহ পর্যালোচনা ;
- প্রত্যাশি সংস্থার মালামালের চাহিদার নথি;
- টিইও রেজিষ্টার ও নথি পর্যালোচনা ;
- বিভাগীয় ক্যাশ বহি ও উপ-বিভাগীয় ক্যাশবহি পর্যালোচনা ;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় আদেশ/নির্দেশ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা ;
- টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যাদির সঠিকতা যাচাই।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ই/এম সার্কেল-৩, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগ ও প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, পূর্ত মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ আলোচনা।
- ডিপোজিট ওয়ার্কস এর বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব যাচাই করে।
- মাসিক হিসাব যাচাই ;
- সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের বরাদ্দ এবং ব্যয়ের/অর্থ ছাড়ের সকল নথি যাচাই।

নিরীক্ষা নির্ণায়ক ঃ

- সিপিডব্লিউ ‘এ’ কোড ও ‘ডি’ কোড
- বাংলাদেশ ফরম নং-২৯১১
- জি এফ আর
- আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি।
- পি পি আর-২০০৩ ।

নিরীক্ষা ঝুঁকি ঃ

- দীর্ঘসময় পূর্বের নিরীক্ষাযোগ্য রেকর্ডপত্র ও প্রমাণাদি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সংশয় রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সিএও পূর্ত মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে সাক্ষাত ও আলোচনার মাধ্যমে নিরীক্ষাযোগ্য রেকর্ডপত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

নির্বাহী সার সংক্ষেপ

গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী (অবঃ) জনাব আনছারুল হক, কাঠের কারখানা বিভাগে কর্মরত থাকাকালীন (১৯৯৯-২০০০ হতে ২০০৩-০৪ অর্থ বছর পর্যন্ত) আর্থিক নিয়ম ভেঙ্গে পেটি পারচেজ বাবদ বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ এবং ভাউচারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

নিরীক্ষায় উদঘাটিত বিষয়সমূহ নিম্নরূপ ঃ

- পেটি পারচেজ এর ক্ষেত্রে আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করা ;
- স্পট কোটেশন পদ্ধতিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ না করা ;
- টিইও এর মাধ্যমে বিবিধ জামানত খাতে স্থানান্তরিত অর্থের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করা ;
- প্রত্যাশি সংস্থার চাহিদা অপেক্ষা অতিরিক্ত আসবাবপত্র সরবরাহ দেখিয়ে মূল্য পরিশোধজনিত অনিয়ম।
- কারখানা শ্রমিকদের বরাদ্দ ব্যতীত ওভার টাইম ভাতা প্রদান।

মূল প্রতিবেদন

১.০ সূচনা ঃ- গণপূর্ত কাঠের কারখানা, গণপূর্ত অধিদপ্তরের অধীন একটি বিভাগ। এ বিভাগ হতে সকল সরকারি অফিস, আদালত ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী কাঠের/ষ্টিলের যাবতীয় আসবাবপত্র, দরজা, জানালার ফ্রেম ইত্যাদি প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ করা হয়ে থাকে। সরকারি বিভিন্ন দপ্তর/মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর এর মাধ্যমে নির্বাহী প্রকৌশলী, কাঠের কারখানা বিভাগ বরাবর বরাদ্দ ন্যস্ত করা হয়ে থাকে এবং প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে চাহিদা প্রদানকারী অফিসের আসবাবপত্রের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

১.১ প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ঃ

- প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যে সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করা হয়েছে, সে গুলো হলো।
  - অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে (ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গি)।
  - উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিয়মিত মনিটরিং/সুপারভিশন কার্যক্রম।

ফাইন্ডিংস ঃ

- সুপারভিশন/মনিটরিং কার্যক্রমের কোন রেকর্ডপত্র পরিলক্ষিত হয়নি।
- অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে জারীকৃত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ম্যানুয়াল সম্পর্কে ইউনিটের কোন সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়নি।

ফলাফল ঃ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ তথা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে।

১.২ হিসাব ঃ

ফাইন্ডিংস ঃ হিসাব সংক্রান্ত ডাটা বা ফরমেট অনুসরণে অনীহা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থাপনার অমনোযোগিতার কারণে হিসাব সংশ্লিষ্ট অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- ডিপোজিট ওয়ার্ক খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করা ;
- বিভিন্ন খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করা ;
- সকল লেনদেনের সঠিক রেকর্ডভুক্ত করার জন্য কার্যকর রিকনসিলিয়েশন না করা ।

১.৩ সংগ্রহ (Procurement)

ফাইন্ডিংস ঃ

সংগ্রহের ক্ষেত্রে গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগে বিভিন্ন ধরণের অনিয়ম বিদ্যমান। কারণ বাংলাদেশ ফরম নং-২৯১১ জিএফআর, সিপিডব্লিউ 'এ' ও 'ডি' কোড অনুসরণে কার্য সম্পাদন করা হয়নি। উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ-

- বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা না করা ;
- ক্রয় কার্যক্রমে টেন্ডারের পরিবর্তে স্পট কোটেশনের মাধ্যমে ব্যয় নির্বাহ করা ;
- প্রত্যাশি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত মালামালের চেয়ে বেশী বিল পরিশোধ ;
- পেটি পারচেজ এর ক্ষেত্রে কোডাল/সরকারি বিধি পরিপালন না করা।

ফলাফল ঃ

- স্পট কোটেশনের মাধ্যমে অনিয়মিত ব্যয়।
- পেটি পারচেজ বাবদ নির্ধারিত সীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বাজেট প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় মনিটরিং ও সুপারভিশন নিশ্চিত করা ;
- আর্থিক ক্ষমতা অর্পন বিধির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা ;
- ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যয় মাসভিত্তিক সমানুপাতিক হারে করা;
- হিসাব সম্পর্কিত সকল রেজিষ্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং হাল নাগাদ রাখা ;
- ফরমেট অনুযায়ী হিসাব প্রস্তুত এবং রিকন্‌সিলিয়েশন নিশ্চিত করা ;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মনিটরিং ও সুপারভিশন নিশ্চিত করা।

প্রথম খন্ড

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ)

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
১	২	৩	৪
১.	প্রাক্কলন তৈরী, দরপত্র আহ্বান, কার্যাদেশ প্রদান, এমবি তে রেকর্ডভুক্তি ও ভাণ্ডারে মালামাল গ্রহণ ব্যতীত শুধুমাত্র প্যাড কোটেশন এর মাধ্যমে ৪টি ভুয়া ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নামে চেক ইস্যু দেখিয়ে আত্মসাৎ।	৬,৯০,১৪,০৬৩	১৩-১৪
২.	আর্থিক ক্ষমতার অপ-ব্যবহার করে উপ-বিভাগীয় পেটি পারচেজ বাবদ ব্যয় প্রদর্শন করে আত্মসাৎ।	১,৯৬,০৯,৫০১	১৫
৩.	ট্রান্সফার এন্ট্রি অর্ডার (টিইও) এর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হতে প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবিধ জামানত খাতে অনিয়মিতভাবে স্থানান্তর করে কোডাল বিধান লংঘন।	১৫,৬৯,৮৬,৫৫০	১৬
৪.	বিবিধ জামানত খাতে মিথ্যা স্থিতি দেখিয়ে মাসিক হিসাব সমাপন।	১১,১৮,২৩,৯৩৬	১৭
৫.	কোডাল বিধি উপেক্ষা করে মজুদ রেজিষ্টারে চাহিদা অপেক্ষা ইস্যু বেশী দেখিয়ে কাল্পনিক সমাপনী জের টানার ফলে ক্ষতি ।	৩৭,১১,১০০	১৮
৬.	প্রত্যাশী সংস্থার চাহিদা অপেক্ষা অতিরিক্ত আসবাবপত্র সরবরাহ দেখিয়ে মূল্য পরিশোধজনিত ক্ষতি।	১৭,২৭,৮৫৬	১৯
৭.	বরাদ্দবিহীনভাবে ওভার টাইম বাবদ অনিয়মিত ব্যয় করে কোডাল বিধান লংঘন করা হয়েছে।	১,৯৫,৪০,০২৯	২০
৮.	ভাণ্ডারের বাস্তব প্রতিপাদন না করায় কোডাল বিধি উপেক্ষিত।	--	২১
	মোট =	৩৮,২৪,১৩,০৩৫	

অনুচ্ছেদ নং - ০১

শিরোনাম ঃ প্রাক্কলন তৈরী, দরপত্র আহ্বান, কার্যাদেশ প্রদান, এমবি তে রেকর্ডভুক্তি ও ভাণ্ডারে মালামাল গ্রহণ ব্যতীত শুধুমাত্র প্যাড কোটেশন এর মাধ্যমে ৪টি ভুয়া ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নামে চেক ইস্যু দেখিয়ে ৬,৯০,১৪,০৬৩ টাকা আত্মসাৎ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা কার্যালয়ের প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব আনছারুল হক এর কর্মকালীন ১৯৯৯-২০০০ হতে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর পর্যন্ত হিসাব ২-৬-২০০৯খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০-৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে উক্ত কাঠের কারখানা বিভাগের বিভিন্ন কাজের বিল, ভাউচার, পরিমাপ বহি, দরপত্র, কার্যাদেশ, প্রাক্কলন, ক্যাশ বহি ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।

- পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, চারটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যথাক্রমে (১) মেসার্স মাহবুব এন্টারপ্রাইজ (২) মেসার্স নাজমা এন্ড কোং (৩) মেসার্স জলিল ষ্টোর ও (৪) মেসার্স ইয়াছির আহমেদ আবছার এর প্যাডে কোটেশন ও বিলে পে-অর্ডার দিয়ে জানুয়ারি'২০০৩ মাস হতে ডিসেম্বর'২০০৩ মাস পর্যন্ত সময়ে ৬২টি চেকের মাধ্যমে সর্বমোট ৬,৯০,১৪,০৬৩ টাকা সরকারি কোষাগার হতে আত্মসাৎ করা হয়েছে। উল্লিখিত ৪টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্যাডে ১০,০০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সর্বমোট ৭০৩৪টি প্যাড কোটেশন ও বিলে পে-অর্ডার দিয়ে উক্ত টাকা উত্তোলন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-'ক'-১-১৬ সংযুক্ত)।

- কোন প্রকার প্রাক্কলন তৈরী, দরপত্র আহ্বান, তুলনামূলক বিবরণী ও কার্যাদেশ ছাড়া ১০,০০০ টাকার নিম্নের প্যাড কোটেশন ও বিলে পে-অর্ডার দিয়ে উক্ত টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। কোটেশন ও বিলে উল্লিখিত মালামাল ভান্ডারে সরবরাহ করার সপক্ষে কোন চালান নেই এবং পরিমাপ বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। মালামালের পিএ (পারচেজ একাউন্টস) করা হয়নি এবং ভান্ডার রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্ত করে হিসাবভুক্ত করা হয়নি। উক্ত ৬,৯০,১৪,০৬৩ টাকার ৬২টি চেক গ্রহণের স্বপক্ষে বিল অথবা চেক ইস্যু রেজিষ্টারে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মালিকের কোন স্বাক্ষর নেই, যা সিপিডব্লিউ এ কোডের প্যারা ২৬০,২৬৯,২০৮ ও ২০৯ এর পরিপন্থী। প্যাড কোটেশনে উল্লিখিত ৪টি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের যে ঠিকানা প্রদর্শন করা হয়েছে, সে সকল ঠিকানায় নিরীক্ষা দলের সদস্যগণ সরেজমিনে গমণ করে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাননি। এতে প্রতীয়মান হয় যে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান অস্তিত্ববিহীন। অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠানের নামে চেক ইস্যু করে এবং চেকগুলি নির্বাহী প্রকৌশলী নিজেই গ্রহণ করে উক্ত টাকা আত্মাসাৎ করেছেন বলে নিরীক্ষা মনে করে। এই আত্মসাতের সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ যথাক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব আনছারুল হক, বিভাগীয় হিসাব রক্ষক জনাব মোঃ আবুল হাসনাত, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবু তাহের এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ হোসেন আলী, মোঃ নজরুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল করিম, মোঃ আব্দুল হাকিম ও মোঃ শহিদ উল্লাহ।

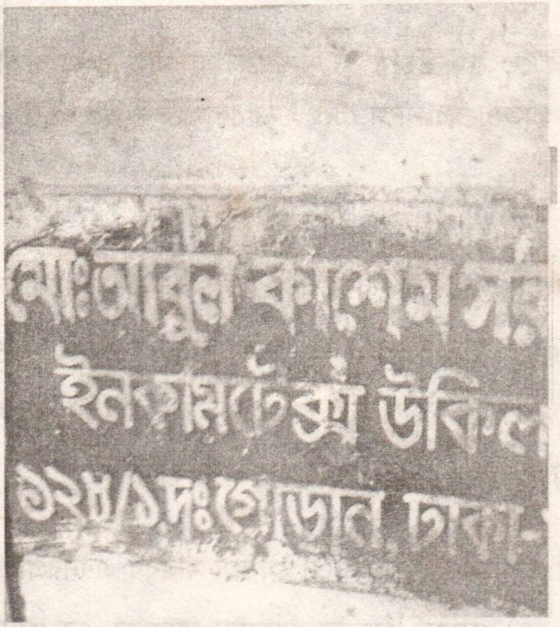

মেসার্স ইয়াসির আহমেদ আবছার,
এবং
মেসার্স জলিল স্টোর
ঠিকানা ১২৮/১ দক্ষিণ গোড়ান, ঢাকা-১২১৯ উল্লেখ করলেও বাস্তবে উল্লিখিত ঠিকানায় প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি।

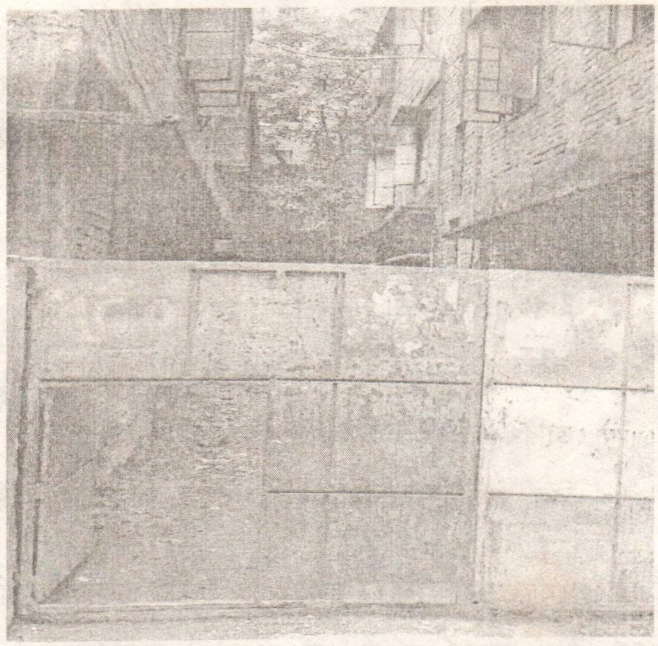

মেসার্স মাহবুব এন্টার প্রাইজ এর
ঠিকানা ১৬০, ক্রিসেন্ট রোড, কাঠাল বাগান, ধানমন্ডি-১২০৫ উল্লেখ করলেও বাস্তবে এই ঠিকানায় প্রতিষ্ঠানটির কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি।

- এছাড়াও মেসার্স নাজমা এন্ড কোং এর ঠিকানা ৩৯/৭ উত্তর পিরেরবাগ, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১০ উল্লেখ করলেও বাস্তবে এই ঠিকানা অস্তিত্ববিহীন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে AIR (Audit Inspection Report) আলোচনায় কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ-

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে আপত্তির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন।
- উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়ের জবাব প্রেরণের জন্য সচিব বরাবর গত ১০-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩১-১২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শাখা-৫/বিবিধ-০৫/২০০৮/২৮ তারিখঃ ২০-১-২০১০খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগের সংগে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করার লক্ষ্যে খসড়া অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী ২৮-০১-২০১০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ-

- দায়ী ব্যক্তিদের নিকট থেকে উক্ত টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ০২

শিরোনাম ঃ আর্থিক ক্ষমতার অপ-ব্যবহার করে উপ-বিভাগীয় পেটি পারচেজ বাবদ ব্যয় প্রদর্শন করে ১,৯৬,০৯,৫০১ টাকা আত্মসাৎ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা কার্যালয়ের প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব আনছারুল হক এর কর্মকালীন (১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছর হতে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর পর্যন্ত) হিসাব ২-৬-২০০৯খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০-০৬-২০০৯খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে কাঠের কারখানা বিভাগের ক্যাশ বহি, উপ বিভাগের ক্যাশ বহি, পেটি পারচেজ খরচের হিসাব ও বিল ভাউচার, ওয়ার্ক চার্জ কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা পরিশোধ রেজিষ্টার, অতিরিক্ত সময় কাজের অর্থ পরিশোধ রেজিষ্টার ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।
- পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, জুলাই/২০০১ মাস হতে ডিসেম্বর/২০০৩ মাস পর্যন্ত (৩০ মাস) সময়ে আর্থিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে উপ-বিভাগীয় পেটি পারচেজ বাবদ সর্বমোট ১,৯৬,০৯,৫০১ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট 'খ'-১-২সংযুক্ত)।
- Financial Power and Charter of duties of PWD Engineers (পৃষ্ঠা-৫০) মোতাবেক ঢাকা মেট্রোপলিটন সিটিতে প্রতি মাসে পেটি পারচেজ বাবদ ও ছোটখাটো মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ সর্বোচ্চ ৫০,০০০ পর্যন্ত ব্যয় করা যাবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে জুলাই/২০০১ হতে ডিসেম্বর/২০০৩ মাস পর্যন্ত ৩০ মাসে ৫০,০০০/- টাকা করে ৫০,০০০×৩০=১৫,০০,০০০ টাকার স্থলে ৩টি অর্থ বছরে ১৯,৯১,৫৮২+১,০০,৪২,৭৩০+৯০,৭৫,১৮৯ = ২,১১,০৯,৫০১ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ফলে আর্থিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে ২,১১,০৯,৫০১-১৫,০০,০০০ =১,৯৬,০৯,৫০১ টাকা, যা সিপিডব্লিউ এ কোডের প্যারা ৩৪৪ এর পরিপন্থী। উক্ত ব্যয়ের সপক্ষে কী ধরণের মালামাল ক্রয় করা হয়েছে এবং কোন কাজে ব্যবহার করা হয়েছে তার কোন প্রমাণক রেকর্ডপত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষা সমীপে উপস্থাপন করতে পারেননি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে AIR (Audit Inspection Report) আলোচনায় কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ-

- স্থানীয় অফিসের জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য নয়।
- উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়ের জবাব প্রেরণের জন্য সচিব বরাবর গত ১০-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩১-১২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শাখা-৫/বিবিধ-০৫/২০০৮/২৮ তারিখঃ ২০-১-২০১০খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগের সংগে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করার লক্ষ্যে খসড়া অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী ২৮-০১-২০১০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এই আত্মসাৎ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ যথাক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব আনছারুল হক, বিভাগীয় হিসাব রক্ষক জনাব মোঃ আবুল হাসনাত, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবু তাহের এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ হোসেন আলী, মোঃ নজরুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল করিম, মোঃ আব্দুল হাকিম ও মোঃ শহিদ উল্লাহগণের নিকট থেকে আত্মসাৎকৃত টাকা আদায়পূর্বক দায়ী ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ০৩

শিরোনাম ঃ ট্রান্সফার এন্ট্রি অর্ডার (টিইও) এর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হতে প্রাপ্ত বরাদ্দ বিবিধ জামানত খাতে অনিয়মিতভাবে স্থানান্তর, জড়িত ১৫,৬৯,৮৬,৫৫০ টাকা।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী (অবঃ), জনাব আনছারুল হক, গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগে কর্মরত থাকাকালীন ১৯৯৯-২০০০ হতে ২০০৩-২০০৪ পর্যন্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে মাসিক হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হতে নির্ধারিত ব্যয় কোডে প্রাপ্ত বরাদ্দ ট্রান্সফার এন্ট্রি অর্ডার এর মাধ্যমে বিবিধ জামানত খাতে (কোড ৬-১০৫১-০০০০-৮৪১৮) মোট ১৫,৬৯,৮৬,৫৫০.১৩ টাকা অনিয়মিতভাবে স্থানান্তর করা হয়েছে, যার কোন সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করা হয়নি (পরিশিষ্ট-'গ'-১-৩ দ্রষ্টব্য) এবং এ সম্পর্কিত কোন রেকর্ডপত্রও নিরীক্ষার নিকট উপস্থাপন করা হয়নি।

- একাউন্টস কোড ভলি (iv) এর আর্টিকেল ২৪৭ অনুযায়ী হিসাবের ভুল সংশোধন, যথাযথ ব্যয় কোডে ডেবিট বা ক্রেডিট এর মাধ্যমে সমন্বয়ের ক্ষেত্রেই কেবল ট্রান্সফার এন্ট্রি অর্ডার প্রযোজ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিপালন না করে সকল প্রাপ্ত বরাদ্দই টিইও এর মাধ্যমে বিবিধ জামানত খাতে অনিয়মিতভাবে স্থানান্তর করে ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে, যা বর্ণিত কোডাল বিধির পরিপন্থী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে AIR (Audit Inspection Report) আলোচনায় কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ-

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য নয়। সুনির্দিষ্ট ব্যয় কোডে প্রাপ্ত বরাদ্দ ট্রান্সফার এন্ট্রি অর্ডার (টিইও) এর মাধ্যমে বিবিধ জামানত খাতে স্থানান্তর করে উক্ত টাকা বিভিন্ন অনিয়মিত উপায়ে ব্যয় করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

- উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়ের জবাব প্রেরণের জন্য সচিব বরাবর গত ১০-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩১-১২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শাখা-৫/বিবিধ-০৫/২০০৮/২৮ তারিখঃ ২০-১-২০১০খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগের সংগে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করার লক্ষ্যে খসড়া অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী ২৮-০১-২০১০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ-

- টিইও এর মাধ্যমে বিবিধ জামানত খাতে বরাদ্দ স্থানান্তরের অনিয়মিত প্রক্রিয়া বন্ধ করা আবশ্যক। এছাড়া, এই অনিয়মিত কাজের সংগে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ০৪

শিরোনাম ঃ বিবিধ জামানত খাতে ১১,১৮,২৩,৯৩৬ টাকা মিথ্যা স্থিতি দেখিয়ে মাসিক হিসাব সমাপন এবং অনিয়মিত ব্যয়ের সুযোগ সৃষ্টি।

বিবরণ ঃ-

- নির্বাহী প্রকৌশলী (অবঃ), জনাব আনছারুল হক, গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগে কর্মরত থাকাকালীন ১৯৯৯-২০০০ হতে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর পর্যন্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে মাসিক হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায় জানুঃ/২০০২ মাসে বিবিধ জামানত খাতে কোন অর্থ হিসাবে না দেখানো সত্ত্বেও ফেব্রুয়ারী/০২ মাসে বিবিধ জামানত খাতে প্রারম্ভিক স্থিতি ৯,৩৪,৬৩,১৪১.৮৫ টাকা প্রদর্শনপূর্বক পরবর্তী বিভিন্ন মাসে প্রারম্ভিক স্থিতি ও সমাপনী স্থিতির গরমিল এর মাধ্যমে মোট ১১,১৮,২৩,৯৩৬.৮১ টাকা অতিরিক্ত প্রদর্শন করে মাসিক হিসাব সম্পাদন করা হয়েছে এবং এই মিথ্যা স্থিতি সৃষ্টি করে পেটি পারচেজ ও স্পট কোটেশনের মাধ্যমে ব্যয় দেখিয়ে সরকারি অর্থ আত্মসাতের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে (পরিশিষ্ট ঘ (১-৬) সংযুক্ত)।
- বিবিধ জামানত খাতের মাসিক হিসাবে প্রারম্ভিক স্থিতি ও সমাপনী স্থিতির মধ্যে অলীক অংক প্রদর্শন, ভুল মাসিক হিসাব প্রণয়ন করা, যা জিএফআর এর প্যারা ১৫ এর পরিপন্থী ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে AIR (Audit Inspection Report) আলোচনায় কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ-

- স্থানীয় অফিস আপত্তির বিষয়ে তাৎক্ষণিক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন।
- উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়ের জবাব প্রেরণের জন্য সচিব বরাবর গত ১০-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩১-১২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শাখা-৫/বিবিধ-০৫/২০০৮/২৮ তারিখঃ ২০-১-২০১০খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগের সংগে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করার লক্ষ্যে খসড়া অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী ২৮-০১-২০১০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিবিধ জামানত খাতে অলীক স্থিতি প্রদর্শন করে মাসিক হিসাব সম্পন্ন করণ এবং তার ভিত্তিতে ব্যয় নির্বাহের নামে সরকারি অর্থ আত্মসাথের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ০৫

শিরোনাম ঃ কোডাল বিধি উপেক্ষা করে মজুদ রেজিষ্টারে চাহিদা অপেক্ষা বেশী ইস্যু দেখিয়ে কাল্পনিক সমাপনী জের টানার ফলে ক্ষতি ৩৭,১১,১০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী (অবঃ) জনাব আনছারুল হক, গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগে কর্মরত থাকাকালীন ১৯৯৯-২০০০ হতে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর পর্যন্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে উপ বিভাগীয় ভান্ডারে রক্ষিত কাঠের মজুদ রেজিষ্টার, চাহিদাপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিভিন্ন মাসে কাঠের চাহিদা অপেক্ষা ইস্যুকৃত কাঠের পরিমাণ মজুদ রেজিষ্টারে বেশি দেখিয়ে রেজিষ্টারের সমাপনী জের টানা হয়েছে। এতে দেখা যায় দু'টি আইটেমের কাঠের একটিতে ২১.৫৬ ঘনফুট এবং অন্য একটিতে ২৫৪৩.৩৫ ঘনফুট অতিরিক্ত ইস্যু দেখিয়ে হিসাব সমাপন করা হয়েছে। ফলে মোট ৩৭,১১,১০০ টাকা অতিরিক্ত ইস্যু জনিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে (পরিশিষ্ট-'ঙ' সংযুক্ত]
- প্রতি মাসে যে পরিমাণ কাঠের চাহিদা থাকে সেই পরিমাণ কাঠই ইস্যুযোগ্য, কম বা বেশী ইস্যু করার কোন সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন মাসে চাহিদা অপেক্ষা কম আবার কোন মাসে চাহিদা অপেক্ষা বেশী ইস্যু দেখানো হয়েছে, যা সিপিডব্লিউ এ কোডের প্যারা ৯৮ এর পরিপন্থী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ-

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে AIR (Audit Inspection Report) আলোচনায় কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ-

- স্থানীয় অফিস আপত্তির বিষয়ে তাৎক্ষণিক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন।
- উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়ের জবাব প্রেরণের জন্য সচিব বরাবর গত ১০-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩১-১২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শাখা-৫/বিবিধ-০৫/২০০৮/২৮ তারিখঃ ২০-১-২০১০খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগের সংগে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করার লক্ষ্যে খসড়া অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী ২৮-০১-২০১০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ-

- মজুদ রেজিষ্টারে অতিরিক্ত ইস্যু দেখিয়ে ভান্ডারের ঘাটতি সমন্বয় করা হয়েছে কিনা তার সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। কেননা ভান্ডারের বাস্তব যাচাই প্রতিপাদন (নিরীক্ষাধীন সময় হতে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত সময়ের) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট চাওয়া হলে, নিরীক্ষাকে জানানো হয়, বাস্তব যাচাই প্রতিপাদন সম্পন্ন করণ হয়নি। এমতাবস্থায়, অতিরিক্ত ইস্যুজনিত কাঠের মূল্য বাবদ আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা দায়ী কর্মকর্তাগনের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ০৬

শিরোনাম ঃ প্রত্যাশি সংস্থার চাহিদা অপেক্ষা অতিরিক্ত আসবাবপত্র সরবরাহ দেখিয়ে মূল্য পরিশোধে ক্ষতি ১৭,২৭,৮৫৬ টাকা।

বিবরণ ঃ-

- নির্বাহী প্রকৌশলী (অবঃ) জনাব আনছারুল হক, গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগে কর্মরত থাকাকালীন ১৯৯৯-২০০০ হতে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর পর্যন্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে বিভাগীয় বিল, ভাউচার, পরিমাপ বহি, টেন্ডার, প্রত্যাশি সংস্থার চাহিদাপত্র, প্রাক্কলন ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, সুপ্রীম কোর্ট এনেক্স ভবনের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ঠিকাদারের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়া হলেও একই আসবাবপত্র বিভাগীয়ভাবেও সরবরাহ দেয়া হয়। ফলে প্রত্যাশি সংস্থার চাহিদা অপেক্ষা অতিরিক্ত আসবাবপত্র সরবরাহ দেখিয়ে মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের ১৭,২৭,৮৫৬ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং প্রত্যাশি সংস্থার কোন প্রত্যয়নও নেই (পরিশিষ্ট -'চ' সংযুক্ত)।
- একই ধরনের আসবাবপত্র বিভাগীয়ভাবে প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ দেয়া হলেও ঠিকাদারের মাধ্যমে সরবরাহ নিয়ে প্রত্যাশি সংস্থার চাহিদা অপেক্ষা অতিরিক্ত সরবরাহ দেখিয়ে মূল্য পরিশোধে বর্ণিত অর্থ ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে AIR (Audit Inspection Report) আলোচনায় কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ-

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দেখিলাম ও আলোচনা করিলাম এর মধ্যেই তাদের জবাব সীমাবদ্ধ রেখেছে। আপত্তির বিষয়ে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছেন।
- উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়ের জবাব প্রেরণের জন্য সচিব বরাবর গত ১০-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩১-১২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শাখা-৫/বিবিধ-০৫/২০০৮/২৮ তারিখঃ ২০-১-২০১০খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগের সংগে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করার লক্ষ্যে খসড়া অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী ২৮-০১-২০১০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ-

- আপত্তিতে বর্ণিত অতিরিক্ত আসবাবপত্র সরবরাহ জনিত মূল্য পরিশোধে ক্ষতির জন্য দায়ী কর্মকর্তা জনাব আনছারুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী ও জনাব মোঃ আবুল হাসনাত, বিভাগীয় হিসাব রক্ষক এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ০৭

শিরোনাম ঃ বরাদ্দবিহীনভাবে ১,৯৫,৪০,০২৯ টাকা ওভার টাইম বাবদ অনিয়মিত ব্যয় করে কোডাল বিধান লংঘন করা হয়েছে।

বিবরণ ঃ-

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা কার্যালয়ের প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব আনছারুল হক এর কর্মকালীন ১৯৯৯-২০০০ হতে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর পর্যন্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে বিভাগীয় ও উপ বিভাগীয় ক্যাশ বহি ও মাসিক হিসাব পর্যালোচনা করা হয়।
- পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, ওয়ার্কচার্জ কর্মচারীদের ওভার টাইম কাজের জন্য ২০০০-২০০১ অর্থ বছর হতে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ব্যয় করা হয়েছে ১,৯৮,৮৭,৮২৯ টাকা। কিন্তু ওভার টাইম বাবদ শুধুমাত্র ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ পাওয়া গেছে ৩,৪৭,৮০০ টাকা। ফলে বরাদ্দবিহীনভাবে ব্যয় করা হয়েছে (১,৯৮,৮৭,৮২৯ - ৩,৪৭,৮০০)=১,৯৫,৪০,০২৯ [পরিশিষ্ট 'ছ' সংযুক্ত]।
- আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থীভাবে বরাদ্দবিহীন অনিয়মিতভাবে ওয়ার্কচার্জ কর্মচারীদের মাসিক বেতন ভাতা ছাড়াও অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য ৪টি অর্থ বছরে যথাক্রমে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে ৬৪,৫৯,০৭৮ টাকা, ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে ৫৫,৫২,৩৫৯ টাকা, ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে (২৪,৪৭,৭৮১ - ৩,৪৭,৮০০) = ২০,৯৯,৯৮১ টাকা এবং ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে ৫৪,২৮,৬১১ টাকাসহ সর্বমোট ১,৯৫,৪০,০২৯ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে, যা জিএফআর এর ধারা ৯ এবং সিপি ডব্লিউ এ কোডের প্যারা ৩২ এর পরিপন্থী। কর্মচারীদের ওভার টাইম কাজের বিল প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-এর কার্যালয় থেকে পরিশোধ করার বিধান থাকা সত্ত্বেও উক্ত বিল অনিয়মিতভাবে নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় থেকে পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া ওভার টাইম কাজের বিল কার বরাবরে পরিশোধ করা হয়েছে সে সংক্রান্ত কোন প্রমাণাদি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষার নিকট উপস্থাপন করতে পারেননি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে AIR (Audit Inspection Report) আলোচনায় কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ-

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ 'দেখিলাম ও আলোচনা করিলাম' এর মধ্যেই তাদের জবাব সীমাবদ্ধ রেখেছেন যা গ্রহণযোগ্য নয়।
- উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়ের জবাব প্রেরণের জন্য সচিব বরাবর গত ১০-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩১-১২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শাখা-৫/বিবিধ-০৫/২০০৮/২৮ তারিখঃ ২০-১-২০১০খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগের সংগে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করার লক্ষ্যে খসড়া অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী ২৮-০১-২০১০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ-

- সম্পূর্ণ অনিয়মিতভাবে উত্তোলিত ওভার টাইম বাবদ অর্থের জন্য দায়ী কর্মকর্তা জনাব আনছারুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী ও জনাব মোঃ আবুল হাসনাত, বিভাগীয় হিসাব রক্ষক এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ০৮

শিরোনাম ঃ ভান্ডারের বাস্তব যাচাই প্রতিপাদন না করায় কোডাল বিধি উপেক্ষিত।

বিবরণ ঃ-

- নির্বাহী প্রকৌশলী (অবঃ), জনাব আনছারুল হক, গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগে কর্মরত থাকাকালীন ১৯৯৯-২০০০ হতে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর পর্যন্ত হিসাব নিরীক্ষাকালে ভান্ডার সংক্রান্ত নথি ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, কারখানা উপ বিভাগের প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করে ভান্ডারে নেয়া হলেও উক্ত সময়কালে ভান্ডারের কোন বাস্তব প্রতিপাদন করা হয়নি।

- সিপিডব্লিউ 'ডি' কোডের প্যারা-১৩১ অনুযায়ী বিভাগীয় কর্মকর্তা বৎসরে অন্তত একবার ভান্ডারের বাস্তব প্রতিপাদন করবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ-

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে AIR (Audit Inspection Report) আলোচনায় কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ-

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য নয়।

- উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়ের জবাব প্রেরণের জন্য সচিব বরাবর গত ১০-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩১-১২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শাখা-৫/বিবিধ-০৫/২০০৮/২৮ তারিখঃ ২০-১-২০১০খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয় যে, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগের সংগে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করার লক্ষ্যে খসড়া অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী ২৮-০১-২০১০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ-

- দীর্ঘদিন যাবত ভান্ডারের মালামালের বাস্তব যাচাই প্রতিপাদন না করায় ভান্ডারের মালামালের প্রকৃত অবস্থা কী তা যেমন জানা সম্ভব হচ্ছে না, তেমনি ভান্ডার থেকে কোন মালামাল অতিরিক্ত ইস্যু বা কম গ্রহণ এর মাধ্যমে ঘাটতি সমন্বয় করে মজুদ রেজিষ্টারে অলীক জের টানা হলে তা উদ্‌ঘাটন করাও সম্ভব হচ্ছে না। তাই অনতিবিলম্বে ভান্ডার মালামালের বাস্তব যাচাই প্রতিপাদন সম্পন্ন করা আবশ্যক।